

যে সিনেমা আসছে



Applied for e-ISSN vide application no. 76157, Dated 22/08/2026, UDYAM-WB-011-0097957

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ মাস, ত্রয়োদশ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আশ্বিন ২৭, ইংরেজি ২০২৬, অক্টোবর ১৫

যে সিনেমা আসছে



জনবিন্যাস পরিবর্তন মাপতে কেন্দ্রীয় পোর্টাল

নয়াদিল্লি: দেশের জনবিন্যাসের পরিবর্তন, তার সম্ভাব্য কারণ এবং অস্বাভাবিক জনবসতির ধরন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি বিশেষ ওয়েব পোর্টাল চালু করল জনবিন্যাস পরিবর্তন সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের কমিটি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রকাশ প্রভাকর নাওলেকর এই পোর্টালের উদ্বোধন করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে গঠিত কমিটির এই পোর্টালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দফতর, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষ তথ্য ও মতামত জমা দিতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ২০২৬ সালের ২৬ মে এই উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে। জনবিন্যাসের পরিবর্তন, বিশেষত অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করা কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। নতুন পোর্টালের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে জনসংখ্যার পরিবর্তনের কারণ, তার অন্তর্নিহিত বিষয় এবং অস্বাভাবিক বসতির ধরন সম্পর্কে একটি সুসংবদ্ধ মূল্যায়ন তৈরি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

কমিটির কর্মপরিধিতে জনসংখ্যার পরিবর্তনের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে জন্মহারের তারতম্য, সীমান্ত পেরিয়ে মানুষের যাতায়াত, অবৈধ অনুপ্রবেশ, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং সামাজিক ও পরিবেশগত পরিস্থিতির প্রভাব খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি,

অবৈধ অনুপ্রবেশ, অস্বাভাবিক জনবসতি এবং পরিকল্পিত অভিবাসনের মতো বিষয়গুলির পিছনে থাকা কারণও চিহ্নিত করবে কমিটি।

ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রদায়ভিত্তিক জনসংখ্যার কাঠামোয় পরিবর্তনের বিষয়টিও কমিটির পর্যালোচনার আওতায় রয়েছে। বিশেষ করে যেখানে জনসংখ্যার পরিবর্তন সাধারণ প্রবণতা থেকে আলাদা, সেখানে তার কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণের কথা বলা হয়েছে। পোর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই মূল্যায়নকে আরও সুসংহত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, দেশে ইতিমধ্যে বসবাসকারী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্তকরণ, আটক এবং বহিষ্কারের জন্য একটি স্থায়ী ও সুসংবদ্ধ কার্যকর ব্যবস্থা তৈরির সুপারিশ করা। কমিটির শর্ত অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়া আইনসম্মত, ন্যায়সংগত এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার উপযোগী হতে হবে। সীমান্ত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা, জনসংখ্যার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং জনবিন্যাসের পরিবর্তন নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির বিষয়টিও বিবেচনা করবে কমিটি।

এ ছাড়া অবৈধ অনুপ্রবেশ ও তার ফলে তৈরি হওয়া জনবিন্যাসগত

দ্বিতীয় পাতায়

নয়াদিল্লি: ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে এমন এক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলার পক্ষে সওয়াল করল ভারত, যেখানে বড় ও ছোট সব দেশই নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে উন্নয়নের পথে এগোতে পারবে। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে প্রথম ভারত-আসিয়ান প্রতিরক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান ফোরামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারস্পরিক আস্থা, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান, আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা এবং আলোচনার পথ খোলা রাখা জরুরি।

সন্ত্রাসবাদ, সাইবার অপরাধ, জলদস্যুতা, মানব ও মাদক পাচার, অবৈধ মাছ ধরার মতো সীমান্তহীন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কোনও একটি দেশের পক্ষে এককভাবে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন। ভারত ও আসিয়ানের মধ্যে শান্তি, স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি এবং উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্দো-প্যাসিফিক গড়ে তোলার বিষয়ে অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে বলে জানান রাজনাথ। ভারতের ‘অ্যাক্টি ইস্ট’ নীতি এবং ‘সাগর’—অর্থাৎ অঞ্চলে সকলের নিরাপত্তা ও উন্নয়ন—ও ‘মহাসাগর’—অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলে নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক ও সামগ্রিক অগ্রগতির—দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আসিয়ান-নেতৃত্বাধীন সহযোগিতার কাঠামোর সামঞ্জস্য রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য,

আঞ্চলিক সহযোগিতার বিভিন্ন মঞ্চের মধ্যে প্রতিযোগিতা তৈরির পরিবর্তে তাদের পারস্পরিক পরিপূরক হিসেবে কাজ করা উচিত। রাজনাথের মতে, ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জলসীমা একটি সংযুক্ত সামুদ্রিক অঞ্চলের অংশ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, জ্বালানি সরবরাহ, মানুষের যাতায়াত এবং অত্যাবশ্যক পণ্য পরিবহণের জন্য এই অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সামুদ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, নৌবাহিনী ও উপকূলরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় এবং সমুদ্রের তলদেশ-সংক্রান্ত তথ্য ও নজরদারিতে সহযোগিতা জোরদার করা প্রয়োজন। ২০২৬ সালকে ভারত-আসিয়ান সামুদ্রিক সহযোগিতার বছর হিসেবে চিহ্নিত করার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, এই সুযোগকে বাস্তব কর্মসূচিতে রূপান্তর করতে হবে। সামুদ্রিক তথ্য আদানপ্রদান, জরুরি পরিস্থিতিতে যৌথ সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জলদস্যুতা, পাচার ও অবৈধ মাছ ধরার বিরুদ্ধে সমন্বিত পদক্ষেপের উপর তিনি গুরুত্ব দেন।

প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিকে সহযোগিতার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ড্রোন, সাইবার সক্ষমতা এবং মহাকাশভিত্তিক ব্যবস্থা আধুনিক যুদ্ধের চরিত্র বদলে দিচ্ছে। সাম্প্রতিক সংঘাতগুলি দেখিয়েছে, তুলনামূলক কম খরচের ড্রোনও ব্যয়বহুল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামনে

বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে বাস্তবসম্মত, শাস্ত্রীয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন জরুরি। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনকে কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে স্টার্টআপ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ছোট শিল্প সংস্থাগুলিকেও যুক্ত করার পক্ষে মত দেন তিনি। ভারতের ‘ইনোভেশনস ফর ডিফেন্স এঞ্জেলস’ এবং ‘টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড’-এর মতো উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে রাজনাথ বলেন, প্রতিরক্ষা বাহিনীর নির্দিষ্ট প্রয়োজনের ভিত্তিতে উদ্ভাবকদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ড্রোন প্রতিরোধী ব্যবস্থা, সাইবার প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক নজরদারি এবং দুর্যোগ মোকাবিলার মতো ক্ষেত্রে ভারত ও আসিয়ানভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যৌথ গবেষণা, প্রযুক্তি পরীক্ষা এবং তরুণ গবেষকদের আদানপ্রদান বাড়ানো যেতে পারে। তবে এই সহযোগিতায় সংবেদনশীল তথ্যের সুরক্ষা, মেধাস্বত্বের অধিকার এবং প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিরক্ষা শিল্পে যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন রাজনাথ। টহলদারি জাহাজ, রাডার, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, হেলিকপ্টার, ড্রোন এবং অন্যান্য সামরিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করতে ভারত প্রস্তুত বলে তিনি জানান। তাঁর বক্তব্য, *দ্বিতীয় পাতায়*

পঞ্চায়েতই দেখবে জেজেএম

১২৮টি জল সুরক্ষা প্রকল্পকে কাজে লাগাতে উদ্যোগী কেন্দ্র

নয়াদিল্লি: গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে জল জীবন মিশন ২.০-র সঙ্গে ভিবি-জি রাম জি কর্মসূচির সমন্বয় জোরদার করার উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। জলশক্তি মন্ত্রকের পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন বিভাগ আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সম্মেলনে পানীয় জলের উৎসের স্থায়িত্ব, জল নিরাপত্তা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতনির্ভর পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সালের ১ ও ২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জল বিষয়ক বিভাগীয় সম্মেলনের পরবর্তী কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই আলোচনা হয়। কেন্দ্রের লক্ষ্য, গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহের পরিকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি তার দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা। সম্মেলনে পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন বিভাগের সচিব অশোক কে কে মীনা বলেন, জল জীবন মিশনের মাধ্যমে দেশজুড়ে গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহের পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। এখন সেই পরিকাঠামোর দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা জরুরি। তার জন্য পানীয় জলের উৎস সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণ এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের উপর সমান গুরুত্ব দিতে হবে। ভিবি-জি রাম জি কর্মসূচির আওতায় জল সংরক্ষণ, জলাধারের পুনরুজ্জীবন, ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণ এবং জল সরবরাহের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজগুলি এই লক্ষ্য পূরণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কেন্দ্রের প্রস্তাব অনুযায়ী, জল জীবন মিশনের অধীনে তৈরি গ্রামস্তরের কর্মপরিকল্পনা এবং পানীয় জলের উৎসের স্থায়িত্ব সংক্রান্ত পরিকল্পনাকে বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। স্থানীয় জলসম্পদের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রকল্প নির্বাচন এবং গ্রামসভার অনুমোদনের মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত, গ্রাম জল ও পয়ঃনিষ্কাশন কমিটি এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে জলসম্পদের

অবস্থান, ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন ও স্থানীয় চাহিদা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাকে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং নজরদারির কাজে ব্যবহার করতে হবে বলে জানিয়েছেন অশোক মীনা। পানীয় জলের উৎসের স্থায়িত্ব রক্ষায় ভৌগোলিক ও জলভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ নির্বাচন করার কথা বলা হয়েছে। সম্ভাব্য ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ছোট বাঁধ, নালা ক্ষয় রোধের কাঠামো, ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণের শ্যাফট, ইনজেকশন কূপ, ভূগর্ভস্থ বাঁধ এবং ছাদ থেকে বৃষ্টির জল সংগ্রহের ব্যবস্থা। কোন এলাকায় কোন ধরনের কাজ প্রয়োজন, তা নির্ধারণে জল জীবন মিশন ২.০-র অধীনে তৈরি সিদ্ধান্ত-সহায়ক ব্যবস্থা এবং যুক্তধারা-র মানক কার্যপদ্ধতি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থার সাহায্যে জলের গুণমান ও প্রাপ্যতার ঝুঁকিতে থাকা গ্রামগুলি চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। ভিবি-জি রাম জি কর্মসূচির আওতায় জল নিরাপত্তা সংক্রান্ত ১২৮ ধরনের কাজ চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, জলবিভাজিকা এলাকার উন্নয়ন, জলাশয়ের পুনরুজ্জীবন, পানীয় জলের উৎসের স্থায়িত্ব এবং জলসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ। জলশক্তি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের যৌথ পরামর্শ অনুযায়ী, ভূগর্ভস্থ জলের চাপ এবং স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে জলসংকটপ্রবণ এলাকায় এই কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জল বাজেট, জলভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা এবং ভৌগোলিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর পরিকল্পনার মাধ্যমেও প্রকল্পের কার্যকারিতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। সম্মেলনে ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং অসমের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়। ওড়িশা ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণ, ব্যবহৃত জলের ব্যবস্থাপনা, জলধারণ এলাকা উন্নয়ন এবং প্রাচীন জলাশয় পুনরুদ্ধারের উদ্যোগের কথা জানায়। মধ্যপ্রদেশ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির

मध्ये समन्वয়ের ব্যবস্থা তুলে ধরে। রাজস্থান প্রতিরোধমূলক, সংশোধনমূলক ও জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের কাঠামো নিয়ে আলোচনা করে। অসম সিদ্ধান্ত-সহায়ক ব্যবস্থার মাধ্যমে জলস্বল্পতাপীড়িত গ্রাম চিহ্নিতকরণ, ভৌগোলিক তথ্যের মানচিত্রায়ন এবং মাঠপর্যায়ে ঘাচাইয়ের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়। সম্মেলনের শেষ পর্বে জাতীয় জল জীবন মিশনের অতিরিক্ত সচিব ও মিশন অধিকর্তা কমল কিশোর সৌ বলেন, সিদ্ধান্ত-সহায়ক ব্যবস্থায় চিহ্নিত জলসংকটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ভিবি-জি রাম জি কর্মসূচির আওতায় ব্যয় করতে হবে। জলসম্পদ ও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের তথ্য গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের ব্যবস্থাপনা তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগও চলছে। বর্ষা-পরবর্তী সময়ে পানীয় জলের উৎস পরীক্ষা, মাঠপর্যায়ে তার অবস্থা যাচাই এবং প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক পরিকল্পনা তৈরির উপর তিনি জোর দেন।

কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলি নভেম্বর ২০২৬ থেকে নির্ধারিত আঞ্চলিক সম্মেলনের আগে নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরির বিষয়ে একমত হয়েছে। জল সরবরাহের পরিকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি উৎসের স্থায়িত্ব, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে জলসম্পদ পরিচালনার ব্যবস্থা কার্যকর করাই এই সমন্বিত উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী অধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের মাঠপর্যায়ের আধিকারিকদের সিদ্ধান্ত-সহায়ক ব্যবস্থায় পাওয়া তথ্য ব্যবহার করে জলসংকটের ঝুঁকিতে থাকা গ্রাম ও পানীয় জলের উৎসগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রের মতে, জল জীবন মিশন ২.০ এবং ভিবি-জি রাম জি কর্মসূচির সমন্বয় তখনই কার্যকর হবে, যখন জলসম্পদ সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণ এবং গ্রামীণ জল সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ একই পরিকল্পনার অংশ হয়ে উঠবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে স্থানীয় মানুষের অংশীদারি ও পানীয় জলের উৎসগুলির দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

আগামী পাঁচ বছর চলবে সামাজিক সহায়তা প্রকল্প

নয়াদিল্লি: জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি ২০২৬-২৭ থেকে ২০৩০-৩১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত আরও পাঁচ বছর চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই কর্মসূচির জন্য মোট ৫৩,৪২৮ কোটি টাকা বরাদ্দের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের নাম পরিবর্তন, দিব্যাঙ্গজন পেনশনে যোগ্যতার শর্ত ও আর্থিক সহায়তার হার সংশোধন এবং বার্ষিক ও বিধবা পেনশন-সহ পারিবারিক আর্থিক সহায়তা প্রকল্প চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, দেশের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৩.২০ কোটি উপভোক্তা এই সিদ্ধান্তের আওতায় আসবেন।

১৯৯৫ সালের ১৫ অগস্ট জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি চালু হয়েছিল। সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির ৪১ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত সামাজিক সহায়তার দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য এই কর্মসূচি গড়ে তোলা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য, এই প্রকল্পে ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সহায়তার ব্যবস্থা রাখার উদ্দেশ্য হল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উপভোক্তাদের কাছে আর্থিক সহায়তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অভিন্ন কাঠামো বজায় রাখা।

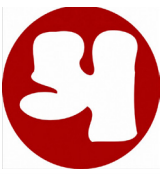
নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির নাম বদলে রাখা হচ্ছে ‘প্রধানমন্ত্রী সামাজিক সহায়তা যোজনা’। এর অধীন ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ষিক্য পেনশন প্রকল্পের নতুন নাম হবে ‘প্রধানমন্ত্রী বৃদ্ধাবস্থা পেনশন যোজনা’। ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী পেনশন প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে রাখা হচ্ছে ‘প্রধানমন্ত্রী দিব্যাঙ্গজন পেনশন যোজনা’। জাতীয় পারিবারিক আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের নতুন নাম হবে ‘প্রধানমন্ত্রী পরিবার লাভ যোজনা’। এই সিদ্ধান্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল দিব্যাঙ্গজন পেনশনের যোগ্যতার শর্তে পরিবর্তন। এত দিন এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির

জন্য ৮০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতার শর্ত ছিল। তা কমিয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। পাশাপাশি, পেনশনের ন্যূনতম বয়সের শর্ত তুলে দিয়ে জন্ম থেকেই যোগ্যতার সুযোগ রাখা হচ্ছে। নতুন নিয়মে শূন্য থেকে ৭৯ বছর বয়সি উপভোক্তারা মাসে ৩৭৫ টাকা এবং ৮০ বছর বা তার বেশি বয়সিরা মাসে ৬২৫ টাকা আর্থিক সহায়তা পাবেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬-এর বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। ওই আইনে ‘বেঞ্চমার্ক প্রতিবন্ধকতা’ বা নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী অন্তত ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতার ভিত্তিতে যোগ্যতা নির্ধারণের কথা রয়েছে। পাশাপাশি, অন্যান্য অনুরূপ শ্রেণির প্রকল্পের তুলনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আর্থিক সহায়তা অন্তত ২৫ শতাংশ বেশি রাখার বিধানও উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্য দিকে, প্রবীণ নাগরিক ও বিধবাদের পেনশন প্রকল্প এবং জাতীয় পারিবারিক আর্থিক সহায়তা প্রকল্প বর্তমান কাঠামোতেই চালু থাকবে। এই দুই পেনশন প্রকল্পের যোগ্যতা বা সহায়তার পরিমাণে নতুন কোনও পরিবর্তনের কথা মন্ত্রিসভার ঘোষণায় জানানো হয়নি।

নতুন নিয়ম কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা তিন মাসের মধ্যে জারি করা হবে। দিব্যাঙ্গজন পেনশনে যোগ্যতার শর্ত, উপভোক্তার সংখ্যা এবং আর্থিক সহায়তার হার সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রকাশের পর সংশোধিত ব্যবস্থা কার্যকর হবে। ফলে প্রকল্পের আওতায় নতুন করে কতজন উপভোক্তা যুক্ত হবেন এবং রাজ্যভিত্তিক প্রকটনে কী পরিবর্তন আসবে তা নির্দেশিকা প্রকাশের পর আরও স্পষ্ট হবে।

তবে এই সহায়তার পাশাপাশি বৃদ্ধরা যাতে আরও নানান সরকারি সুবিধের লাভ তুলতে পারেন, সেবিষয়েও বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পূরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ওপরেও কড়া নজরদারি চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে।



সম্পাদকীয় পুজো মানেই আলো, আনন্দ, ভিড়, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে বেরনো। শহরের রাস্তা থেকে মফসসলের রাজপথ—সর্বত্রই উৎসবের আবহ। নতুন পোশাক, মগুপ দর্শন, রাত জেগে ঠাকুর দেখা আর পছন্দের খাবারের টানে রাস্তায় নামে অসংখ্য মানুষ। কিন্তু এই আনন্দের মাঝেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বারবার সামনে আসে—আমাদের উৎসবের উচ্ছ্বাস কি কখনও রাস্তায় অন্যের জীবনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে? পুজোর মরসুমে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে সামান্য অসতর্কতাও ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। তাই উৎসবের আনন্দের সঙ্গে জুড়ে থাকা প্রয়োজন দায়িত্বশীল চালনার অভ্যাস। রাস্তায় দুর্ঘটনা সাধারণত কোনও একটি কারণে ঘটে না। অতিরিক্ত গতি, বেপরোয়া ওভারটেকিং, মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে গাড়ি চালানো, হেলমেট বা সিটবেল্ট ব্যবহার না করা, ক্লান্ত অবস্থায় স্টিয়ারিং ধরা—এই প্রতিটি অভ্যাস দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ায়। উৎসবের সময়ে যানবাহনের চাপ বাড়ে, অনেক রাস্তা সাময়িকভাবে বন্ধ বা একমুখী করা হয়, কোথাও তৈরি হয় দীর্ঘ যানজট। অপরিচিত রাস্তা, হঠাৎ পথচারীর সামনে চলে আসা কিংবা অন্য গাড়ির অপ্রত্যাশিত গতিবিধি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। এই অবস্থায় দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানোর তাড়না চালককে ভুল সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিতে পারে। বিশেষ করে রাতভর মগুপ ঘুরে ভোরে বাড়ি ফেরার সময় ক্লান্তি ও ঘুমের প্রবণতাকে অবহেলা করা বিপজ্জনক। শরীর ক্লান্ত থাকলে প্রতিক্রিয়ার গতি কমে

উত্তরপূর্ব ভারতে ব্যাংকিং পরিষেবা বৃদ্ধিতে জোর

আইজল: উত্তর-পূর্ব ভারতের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করতে ব্যাঙ্কিং পরিকাঠামো দ্রুত সম্প্রসারণ, ঋণপ্রাপ্তি বৃদ্ধি এবং ব্যাঙ্ক ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সমন্বয় জোরদার করার আহ্বান জানানেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ১৩ অক্টোবর মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত উত্তর-পূর্ব ব্যাঙ্কার্স কনফ্লেন্স ৩.০-তে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আঞ্চলিক সঞ্চয়কে স্থানীয় বিনিয়োগ ও ব্যবসার সুযোগে রূপান্তর করা প্রয়োজন। বিশেষত ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ, কৃষক, মহিলা উদ্যোগপতি এবং পয়টন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির ঋণপ্রাপ্তি বাড়ানোর উপর তিনি গুরুত্ব দেন। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জানান, উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে নতুন করে ১৩১টি ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হয়েছে এবং ১২৬টি এটিএম বসানো হয়েছে। চিহ্নিত ৯,৪৭৯টি গ্রামের মধ্যে ৬,৯০৫টি গ্রাম বর্তমানে কোনও ব্যাঙ্কের শাখা অথবা ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কের পরিষেবার আওতায় এসেছে। অর্থাৎ, প্রায় ৭৩ শতাংশ চিহ্নিত গ্রামে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সংযোগ তৈরি হয়েছে। তবে এখনও ২,৫৭৪টি গ্রাম এই পরিষেবার আওতার বাইরে রয়েছে। এর মধ্যে ২,৫১৫টি গ্রামে ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এবং বাকি ৫৯টি গ্রামে সরাসরি ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপনের মাধ্যমে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এই ঘাটতি দ্রুত মেটাতে রাজ্য সরকার ও ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে কাজ করার নির্দেশ দেন সুকান্ত মজুমদার। তাঁর মতে, উপযুক্ত ভবনের অভাব, সারা বছর চলাচলের উপযোগী রাস্তা এবং ভিস্যটি বা ফাইবার-ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ব্যাঙ্কিং পরিকাঠামো সম্প্রসারণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি অসম্পূর্ণ স্থানের জন্য দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে সময়সীমা স্থির করতে রাজ্যগুলির মুখ্যসচিবদের উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। যেখানে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ্কের শাখা খোলা সম্ভব নয়, সেখানে বিজনেস করেসপন্ডেন্ট এবং ব্যাঙ্ক সখীদের মাধ্যমে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উপরও জোর দেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। উত্তর-পূর্ব ভারতের ঋণ ও আমানতের অনুপাত নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। জাতীয় স্তরে এই অনুপাত ৭৯.৫ শতাংশ। অসম ও মণিপুর এই স্তরে পৌঁছেছে বা তা অতিক্রম করেছে। কিন্তু মিজোরাম-সহ উত্তর-পূর্বের কয়েকটি রাজ্য এখনও পিছিয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় মানুষের সঞ্চিত অর্থকে ওই অঞ্চলের কৃষি, ব্যবসা, ক্ষুদ্র শিল্প এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োগের

যায়, মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং সামনের বিপদ বুঝে ওঠার সময় কমে আসে। একইভাবে, মদ্যপান করে গাড়ি চালানো নিজের পাশাপাশি সহযাত্রী ও পথচারীদের জীবনকেও বিপন্ন করে। উৎসবের নামে এই ঝুঁকিকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। যিনি গাড়ির স্টিয়ারিং ধরছেন, তাঁর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে গাড়ির ভিতরে থাকা মানুষগুলির নিরাপত্তা, এমনকি রাস্তার অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও অচেনা পথচারীর জীবনও। দুই চাকার গাড়ির চালকদের ক্ষেত্রে হেলমেট ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চালক ও সহযাত্রী—উভয়েরই মানসম্মত হেলমেট পরা উচিত। চার চাকার গাড়িতে প্রত্যেকের সিটবেল্ট বাঁধা, শিশুদের উপযুক্ত আসনে বসানো এবং গাড়ির ভিতরে নিরাপদে থাকা নিশ্চিত করতে হবে। মোবাইল ফোনে কথা বলা বা বার্তা দেখা থেকে বিরত থাকা জরুরি। গাড়ি চালানোর সময় চোখ রাস্তার দিকে, মন পরিস্থিতির দিকে এবং হাত নিয়ন্ত্রণে থাকা চাই। যানজটের মধ্যে অযথা হর্ন বাজানো কিংবা অন্য চালকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার কোনও যুক্তি নেই। কয়েক মিনিট আগে পৌঁছানোর চেয়ে নিরাপদে পৌঁছনো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পথচারীদের নিরাপত্তার বিষয়টিও সমান গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে। পুজো কমিটি, ট্রাফিক পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে সমন্বয় থাকলে ভিড়ের মধ্যে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমানো সম্ভব। একই সঙ্গে, সাধারণ মানুষকেও রাস্তার নিয়ম মানতে হবে। রাস্তা নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করার জায়গা নয়; এটি বহু মানুষের চলাচলের যৌথ পরিসর।

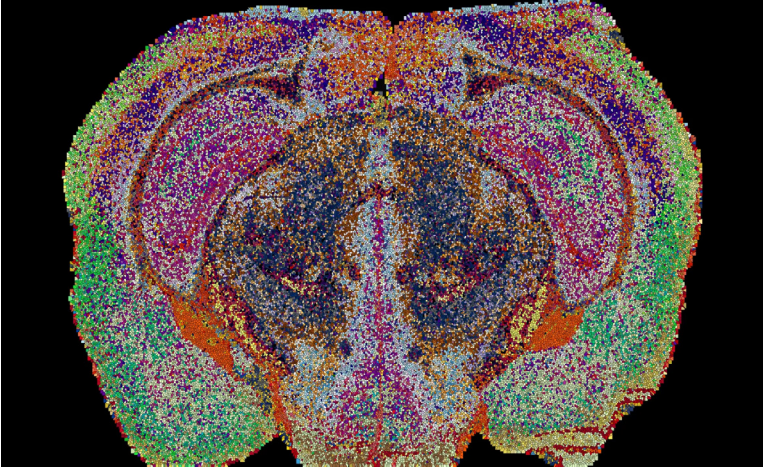
মস্তিষ্কের অতলে গোপন শহর

সন্দীপন তালুকদার

মালদা: মাথার খুলির ভেতরে থাকা তেরোশো পঞ্চাশ সিসির ওই ধূসর গোলাকার অঙ্গটিকে নিয়ে আমাদের কৌতুহলের শেষ নেই। যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা মগজ বলতে বুঝে এসেছেন নিউরন, প্রোটিন, ডিএনএ -এর জিনগত সক্রিয়তার এক জটিল গোলোকখাঁধা। কিন্তু সেই চেনা ধারণার মোড় পুরোপুরি ঘুরিয়ে দিল সুইজারল্যান্ডের স্বনামধন্য ‘ইপিএফএল’-এর একদল গবেষকের সাম্প্রতিক আবিষ্কার। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান জার্নাল ‘নেচার’-এ প্রকাশিত এই গবেষণায় বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে তা বোঝার আসল চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে এক ধরণের স্নেহপদার্থ বা ‘লিপিড’-এর সুক্ষ্ম রাসায়নিক বিন্যাসে; এতদিন মস্তিষ্কের এই ফ্যটিকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হতো না। পদার্থবিদ জিওভান্নি ডি’অ্যাঞ্জেলো, লুকা ফুসার বাসিনি এবং জিওয়েল লা মামোর নেতৃত্বে গবেষক দলটি ইঁদুরের মস্তিষ্কের এক’শ নয়টি অতি সুক্ষ্ম স্তর থেকে এক’শ বাহাত্তর ধরনের বিভিন্ন লিপিড অণু সংগ্রহ করেন। ‘মাস স্পেকট্রোমেট্রি ইমেজিং’ নামক অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে লেজার রশ্মি দিয়ে প্রতিটি টুকরো স্ক্যান করে প্রায় সত্তর লক্ষ রাসায়নিক পরিমাপ সংগ্রহ করা হয়। এরপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিংয়ের নিখুঁত মেলবন্ধনে তৈরি হয় বিশ্বের প্রথম ত্রিমাত্রিক বা থ্রি-ডি ‘লিপিড ব্রেইন অ্যাটলাস’। আর এই মানচিত্রেই দেখা মিলল এক অবিস্ম্য বাস্তবত্বের। বিজ্ঞানীরা দেখতে পান, মস্তিষ্কের অন্দরে ছড়িয়ে

রয়েছে ঠিক পাঁচ’শ উনোচল্লিশটি স্বতন্ত্র রাসায়নিক এলাকা, যেগুলির পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে ‘লিপিজোন’। প্রতিটি লিপিজোনের নিজস্ব রাসায়নিক স্বাক্ষর রয়েছে, যা দেখে গবেষকরা বলে দিতে পারেন মস্তিষ্কের ঠিক কোন অংশ থেকে ওই নমুনাটি সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই আবিষ্কারের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর দিকটি হলো মস্তিষ্কের স্নেহবস্ত্ত বা ‘হোয়াইট ম্যাটার’-এর ধারণা বদলে যাওয়া। এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, স্নায়ুতন্তুকে ঢেকে রাখা এই স্নেহবস্ত্ত বুঝি একটি একঘেয়ে এবং

হ করে বেড়ে যায়, যা প্রমাণ করে যে শরীরের বিশেষ চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে মস্তিষ্ক নিজের স্নায়ুর তারের প্রলেপ বা রাসায়নিক পরিকাঠামো নিজে থেকেই নতুন করে সাজিয়ে নিতে পারে। এই গবেষণার গুরুত্ব কেবল তাত্ত্বিক কৌতুহলেই সীমাবদ্ধ নয়। অ্যালজাইমার্স, পারকিনসনস্ কিংবা তীব্র মানসিক অবসাদের মতো জটিল ব্যাধিগুলোর পেছনে লিপিডের অনিয়মিত বিন্যাস কীভাবে কাজ করে, তা বুঝতে এই লিপিড অ্যাটলাস ভবিষ্যতে বিশেষ উপযোগী হবে। যদিও এই মানচিত্রটি ইঁদুরের মস্তিষ্কের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, তবুও গবেষকদের উদ্ভাবিত এই অভিনব পদ্ধতি ভবিষ্যতে মানব মস্তিষ্কের সুস্থ ও অসুস্থ রূপটিকে চিনতে সাহায্য করবে। মাথার ভেতরে চলমান এই জটিল ও রহস্যময় কর্মযজ্ঞ দেখে এতদিন আমাদের মনে হতো মস্তিষ্ক হলো প্রকৃতির এক আশ্চর্য গোলকখাঁধা, যার অণু-পরমাণুর অন্দরে লুকিয়ে আছে এমন সব অদৃশ্য সূত্র যা সহজে মাপা যায় না। ছোট বেলায় পড়া সুকুমার রায়ের ‘বিষম চিন্তা’ কবিতায় তিনি দুটি নিরামিষ প্রশ্ন করেছিলেন—“মাথায় যাদের গোল বেঁধেছে তাদের কেন ‘পাগোল’ কয়?/ কতই ভাবি এসব কথা জবাব দেবার মানুষ কই?” সুইজারল্যান্ডের গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আর অধুনিক প্রযুক্তির সার্থক মেলবন্ধনে যেন সেই শতাব্দী প্রাচীন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। মাথার ভেতরের এই রাসায়নিক বিন্যাস প্রমাণ করে দিল—বাইরের পৃথিবীর মতো আমাদের মগজের ভেতরকার জগতও সমান রোমাঞ্চকর ও রহস্য মোড়া।



সমজাতীয় অংশ। কিন্তু লিপিড মানচিত্র বলছে, সেখানেও রয়েছে কেমিক্যাল প্রোফাইলের এক বিচিত্র ‘প্যাচওয়ার্ক’। গবেষকদের মতে, এই লিপিড অণুগুলো যেন দূরবর্তী স্নায়ুকোষগুলোর জন্য এক একটি নিজস্ব রাসায়নিক পিনকোড বা অ্যাড্রেস হিসেবে কাজ করে, যা এতদিন জিন বা প্রোটিনের মানচিত্রে ধরা পড়েনি। শুধু তাই নয়, গর্ভাবস্থায় ইঁদুরের মস্তিষ্কের লিপিড গঠনে যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে, তা সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীর মস্তিষ্কের পার্থক্যের থেকেও অনেক বেশি গভীর। মস্তিষ্কের বহিরাবরণ থেকে শুরু করে স্নেহবস্ত্তর বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনীয় লিপিডের মাত্রা হ

আসিয়ান

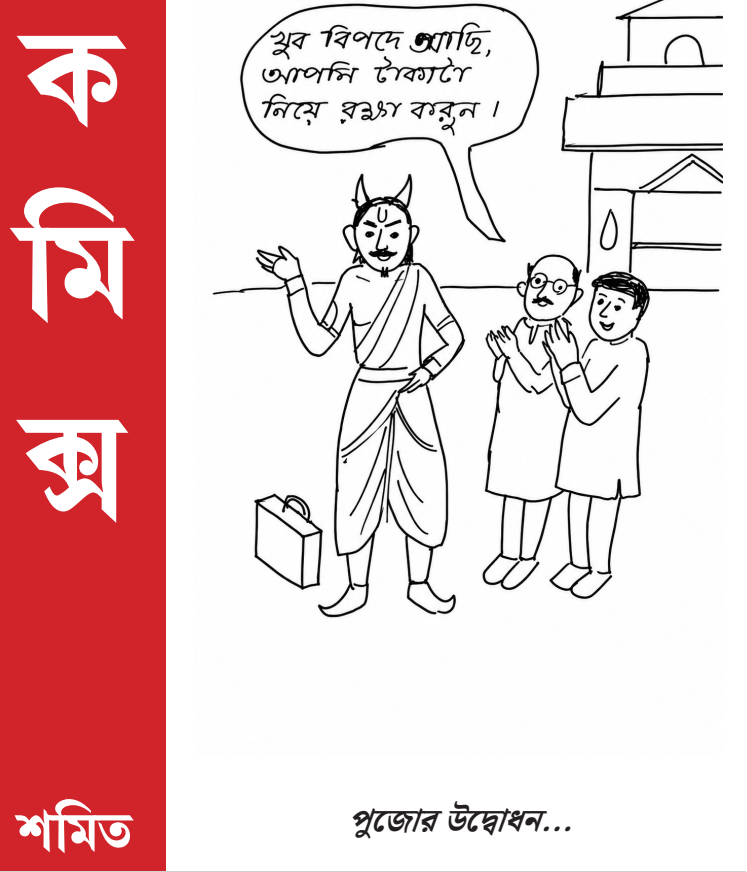
প্রথম পাতার বাকি অংশ
আত্মনির্ভর ভারত কর্মসূচির লক্ষ্য দেশীয় সক্ষমতা শক্তিশালী করা; এর অর্থ বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করা নয়। বরং বিশ্বস্ত অংশীদারদের সঙ্গে যৌথ নকশা, উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রযুক্তির উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে যৌথ উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতি ও সংস্কার, প্রশিক্ষণ এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তিগত সহায়তার উপর জোর দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর মতে, এই ধরনের অংশীদারিত্ব স্থানীয় দক্ষতা বৃদ্ধি, শিল্পের বিকাশ এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে। এককালীন বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতা গড়ে তোলাই হওয়া উচিত লক্ষ্য। সে ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্থার অংশগ্রহণ, দায়িত্ব ও সুবিধার ন্যায্য বণ্টন এবং বিক্রয়-পরবর্তী পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাকেও প্রতিরক্ষা সহযোগিতার নিয়মিত আলোচ্য বিষয় করার আহ্বান জানান রাজনাথ। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং চরম আবহাওয়ার কারণে বন্দর, বাণিজ্য ও মানুষের জীবন-জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় যৌথ প্রস্তুতি, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সমন্বিত কর্মপদ্ধতি গড়ে তোলার উপর তিনি গুরুত্ব দেন। ফোরামের আলোচনাকে বাস্তব ফলাফলে পৌঁছে দিতে ভারত-আসিয়ান সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সাইবার হুমকি, নতুন প্রযুক্তি, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং প্রতিরক্ষা শিল্প সহযোগিতা নিয়ে যৌথ গবেষণা কর্মসূচি তৈরির প্রস্তাব দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। গবেষক ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা, যৌথ গবেষণাপত্র, পাইলট প্রকল্প এবং ভবিষ্যৎ বৈঠকে অগ্রগতি পর্যালোচনার ব্যবস্থাও গড়ে তোলার কথা বলেন তিনি। ১৪ ও ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এই প্রথম ভারত-আসিয়ান প্রতিরক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান ফোরামের লক্ষ্য দুই পক্ষের মধ্যে কৌশলগত আলোচনা জোরদার করা এবং প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতার বাস্তব ক্ষেত্র চিহ্নিত করা। অনুষ্ঠানে মনোহর পারিষ্কার ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিসের মহাপরিচালক সুজন আর চিনয় বলেন, এই উদ্যোগে আঞ্চলিক নিরাপত্তা সহযোগিতার বাস্তব ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা সহজ হবে।

পোর্টাল

প্রথম পাতার বাকি অংশ
ভারসাম্যহীনতার বিষয়গুলি মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর জন্য একটি বিস্তৃত নীতিগত কাঠামোর সুপারিশ করার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে কমিটিকে। প্রয়োজন মনে করলে জনবিন্যাসের পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অতিরিক্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবও দিতে পারবে তারা। নতুন পোর্টালটি সরকারি সংস্থা ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। তবে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জনবিন্যাসের পরিবর্তনের কারণ নির্ধারণ এবং তার সঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন করা হবে কমিটির পরবর্তী কাজের অংশ। সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ পেশ করা হবে। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তীতে নীতি নির্ধারণ করবে কেন্দ্র।

মামলার জট

নয়াদিল্লি: দেশের আদালতগুলিতে জমে থাকা মামলার সংখ্যা কমাতে বিচারাধীন মামলার চাপ সবচেয়ে বেশি, এমন ১০০টি জেলাকে চিহ্নিত করে বিশেষ উদ্যোগ শুরু করল কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রক। এই কর্মসূচিতে যুক্ত করা হচ্ছে ১৬টি রাজ্যের ১৯টি জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়কে। কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) অর্জুন রাম মেঘওয়ালের পৌরোহিত্যে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যদের সঙ্গে মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণ চিহ্নিত করা এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, দেশের বিভিন্ন আদালতে ৫.৮ কোটিরও বেশি মামলা বিচারাধীন। এর অধিকাংশই জেলা ও অধস্তন আদালতে জমে রয়েছে। চিহ্নিত ১০০টি জেলা আদালতগুলির মোট বিচারাধীন মামলার অর্ধেকের বেশি রয়েছে।



পুজোর উদ্বোধন...